দৈনিক বাংলা

250

তারিখ ... 18/5/82 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

069

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন

স্কুলের সংস্কার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি খবর বেরিয়েছে গতকালের দৈনিক বাংলায়। খবরটি ছোট হলেও, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক। আলোচ্য খবরে বলা হয়েছে, 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (বিশ্ব ব্যাংক) প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় ১ শ ৯৬টি প্রাথমিক স্কুল সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

স্কুলের সংস্কার ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব নতুন করে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই দরকার প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী স্কুল-গৃহ, শিক্ষার উপকরণ ও সরঞ্জামাদি স্কুল-গৃহ উপযোগী এবং শিক্ষার উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের মতো না হলে শুধু শিক্ষাই ব্যাহত হয় না, অর্থনৈতিক দিক থেকেও ক্ষতির কারণ ঘটে। শিক্ষার জন্যে চাই অনুকূল পরিবেশ এবং উপযোগী স্কুল-গৃহ।

আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং/স্কুল গৃহের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি আবার যেসব গৃহ রয়েছে, সেগুলোরও অধিকাংশেরই দীন দশা এবং জরাজীর্ণ অবস্থা। অনেক ক্ষেত্রেই স্কুলঘর আছে তো প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপকরণ এবং সরঞ্জামাদি নেই; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুলঘরের চাল থাকে তো বেড়া থাকে না। ঝড়ে ঘর উড়িয়ে নিয়ে গেলে, কিংবা অন্য কোনো কারণে ভেঙে পড়লে, সহজে আর সেই ঘর পুনঃনির্মাণ অথবা মেরামত করা হয় না। অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাবে তো বটেই, উদ্যোগের অভাবেও সেই অবস্থা অব্যাহত থাকে। বেসরকারী স্কুল-গৃহের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে বেশি।

সরকারী স্কুল গৃহের ক্ষেত্রে অর্থের অভাবে না হলেও, উদ্যোগের অভাবে যে অনেক ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে, তা সুবিদিত। মঞ্জুরির টাকার সদ্ব্যবহার সব ক্ষেত্রে ঘটে না বলেও, পুনঃনির্মাণ কিংবা মেরামতের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই ফাঁক ও ফাঁকি থেকে যায়। বস্তুত সরকারী স্কুলেরও উপযোগী গৃহ না থাকায় কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন অথবা অন্য কোনো কারণে গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দুরাবস্থায় পড়তে হয়, স্কুল খুলে বসতে হয় উন্মুক্ত ময়দানে কিংবা গাছ তলায়।

পুরনো পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টালে স্কুল-গৃহের অভাবে শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দুর্দশা পোহানোর হয়নি। বস্তুত, অতীতের দিকে তাকালে, আমাদের দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন দীনদশার কারণ মিলবে। শিক্ষা বিস্তারের জন্যে যে স্কুল-গৃহ প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে সংস্কার ও মেরামত দরকার, উপকরণ ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়, এই দিকটি তেমন গুরুত্ব পায়নি।

যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই উপযুক্ত গৃহ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদি এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ থাকা দরকার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক থাকা অপরিহার্য। উপযুক্ত গৃহ এবং উপকরণ ও সরঞ্জামাদির অভাবে যেমন শিক্ষা ব্যাহত হয়, তেমনি আবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী না থাকলেও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে। তবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে সবচেয়ে আগে যা দরকার তা হলো উপযুক্ত এবং স্থায়ী গৃহ-ব্যবস্থা। বস্তুত, গৃহ-সংকট লেগে থাকলে, কিংবা গৃহের জরাজীর্ণ দশা হলে, শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটিই বিঘ্নিত হয়।

'মাথার উপর বাড়ি পড়ো-পড়ো' অবস্থা হলে 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ' তো দূরের কথা, নিরাপত্তা বোধের অভাবে নিবিষ্ট মনে শিক্ষাদান ও গ্রহণই অসম্ভব। এই জন্যেই দরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৃহ যাতে উপযুক্ত, স্থায়ী ও টেকসই হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগেও টিকে থাকতে পারে, সহজেই ধূলিস্মাৎ না হয়, তা নিশ্চিত করা। প্রাথমিক স্কুল-গৃহের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি জরুরী, কেননা অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মনে নিরাপত্তা বোধ জোরদার করার জন্যে যেমন তা দরকার, তেমনি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যেও অপরিহার্য। স্কুল-গৃহ সুন্দর এবং উপযুক্ত পরিবেশে হলে, শিক্ষার উপকরণ ও সরঞ্জামাদির কোনো অভাব না ঘটলে, শিক্ষাদান এবং গ্রহণের পক্ষেই তা হয় দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনেরও চেষ্টা চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাথমিক স্কুলের সংস্কার এবং উন্নয়নের আবশ্যকতাও অপরিহার্য হয়ে হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে, আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই সংস্কার ও উন্নয়ন কঠিন, এজন্যে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতাও দরকার।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (বিশ্ব ব্যাংক) প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক স্কুল সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে, এটা খুবই আশার কথা। আমরা আশা করবো, এই প্রকল্পের অধীনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের মতোই, প্রয়োজন অনুসারে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের স্কুলের উন্নয়ন এবং পুনর্নির্মাণের কাজও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হাতে নেয়া হবে। অবশ্য, যেসব স্কুল প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে কিংবা অবহেলার দরুন দীনদশায় রয়েছে, হেলার দরুন দীনদশায় রয়েছে, সেগুলোর দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে আগে।

স্কুল-গৃহের দুর্দশার দরুন, শিক্ষার উপকরণ ও সরঞ্জামাদির অভাবে যাতে শিক্ষা ব্যাহত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি যেমন দরকার, তেমনি শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব কিংবা সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষা যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও বাঞ্ছনীয়। আশার কথা, আলোচ্য প্রকল্পে এই বাস্তব দিকটিও অবহেলিত হয়নি, এবং স্কুল গৃহের উন্নয়ন ও সংস্কারের পাশাপাশি বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

আলোচ্য খবরেও বলা হয়েছে যে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (বিশ্ব ব্যাংক) প্রকল্পের অধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার ৬ শ ৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চলতি শিক্ষা বছরে ৪৯ হাজার ৭ শ ১৯ সেট পাঠ্যপুস্তক বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক এই প্রকল্পের সম্প্রসারণ এবং সফল বাস্তবায়নই একান্তভাবে কাম্য।

—সমীক্ষক